প্রথম আলো

তারিখ 31 MAY 2016
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

শিক্ষার মান ও পরীক্ষাপদ্ধতি

সার্বিক উন্নয়নে চাই সঠিক নীতি ও বাস্তবায়ন

সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন ও করণীয় নিয়ে যে মতবিনিময় সভা হয়, তাতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে এসেছে। অনেক শিক্ষাবিদ পাঠ্যবই সহজতর, প্রশ্ন ব্যাংক তৈরি, মেধাবী শিক্ষক নিয়োগ, নোটবই, গাইডবই ও কোচিং সেন্টারের ওপর নির্ভরশীলতা বন্ধের ওপর জোর দিয়েছেন। কেউ কেউ এমসিকিউ (বহুনির্বাচনী প্রশ্ন) ও সৃজনশীল প্রশ্নের যথার্থতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন।

শিক্ষা এমন একটি বহুমাত্রিক বিষয়, যার সঙ্গে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, পাঠ্যক্রম, পাঠ্যবই, শিক্ষার ব্যবস্থাপনা সরাসরি জড়িত। এর কোনো একটিতে দুর্বলতা বা ত্রুটি থাকলে শিক্ষার মান ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। নোটবই, গাইডবই বন্ধ এবং অধীত বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়াতে সৃজনশীল ও এমসিকিউ প্রশ্ন চালু করা হয়েছিল। পদ্ধতি হিসেবে এ দুটি ভালো। কিন্তু সৃজনশীল ও এমসিকিউ পদ্ধতি চালুর পূর্বশর্তগুলো পূরণ হয়েছে কি না, সেটাই বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেখানে শিক্ষকেরাই সৃজনশীল প্রশ্ন বোঝেন না, সেখানে তাঁরা শিক্ষার্থীদের কীভাবে বোঝাবেন?

শিক্ষার মান নিশ্চিত করতে হলে কেবল মাধ্যমিক নয়, প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষার মান নিয়েও ভাবতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোনো দেশের কোনো পদ্ধতি যেমন হুবহু নকল করার প্রয়োজন নেই, তেমনি নতুন পদ্ধতি এলেই বিরোধিতা করার মানসিকতাও কাম্য নয়। কোন প্রশ্ন কত ভাগ থাকবে, তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো পাঠ্যবইটি শিক্ষার্থীদের বোঝার উপযোগী করে লেখা হয়েছে কি না কিংবা ক্লাসে পড়ানোর জন্য মেধাবী শিক্ষক আছেন কি না। এ ক্ষেত্রে দুর্বলতা থাকলে কোনো পদ্ধতিই সুফল দেবে না। ২০১০ সালে ঘোষিত শিক্ষানীতি বহিরাঙ্গে কিছু পরিবর্তন আনলেও গোটা শিক্ষাব্যবস্থায় তার ছাপ রাখতে পেরেছে বলে মনে হয় না।

ওই মতবিনিময় সভায় কোনো কোনো শিক্ষাবিদ শিক্ষাকে রাজনীতির হস্তক্ষেপমুক্ত করার ওপর তাগিদ দিয়েছেন। শিক্ষার মতো জাতি গঠনের অতিগুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে দলীয় রাজনীতির রাহুমুক্ত করতে না পারলে শিক্ষার মানোন্নয়ন সুদূর পরাহতই থেকে যাবে।